বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন

অর্থ বছর-২০১৯

UTTHAN

উথ্যান

বাড়ী # ৩১৪, মেহেদী কমপ্লেক্স, হাসপাতাল রোড, বরিশাল,বাংলাদেশ।

-ঃ চেয়ারপার্সনের বক্তব্য ঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন নিবন্ধিত একটি অরাজনৈতিক, অলাভ জনক আর্থ-সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থার নাম "উত্থান"। সংস্থাটি বরিশালস্থ্য সদর হাসপাতাল রোডে বসবাসরত কতিপয় সমাজ সেবী ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ২৫ শে মার্চ, ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ০৮ জুলাই ২০০৭ সালে জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় বরিশাল থেকে নিবন্ধন লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি যার মধ্যে অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে গড়ে প্রায় এক হাজার লোকের বসবাস। এর বাহিরে রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের সেনা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন পরবর্তী আশ্রয়কৃত প্রায় ১২ লাখ সংখ্যা লঘু মুসলমান। মায়ানমার থেকে আগত এ সকল সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের বেপরোয়ার চলাচল ও উশৃঙ্খল আচরণের ফলে আমাদের দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছে। আমাদের দেশে আশ্রয় নেওয়া সকল রোহিঙ্গা মুসলমানকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য জাতিসংঘ সহ বিশ্বের শক্তিধর অধিকাংশ রাষ্ট্র মায়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেও মায়ানমারের জান্তা সরকার বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মথে কেবলমাত্র চিন ও ভারতের পরোক্ষ ইন্দন থাকায় মায়ানমার সরকার জাতিসংঘ সহ অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রের চাপকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছিল বাঙ্গালী সূর্য্য সন্তানরা। স্বাধীনতার স্থপতি জাতীর জনক বঙ্গ বন্ধুর নেতৃত্বে যে আশা যে আকাঙ্খা নিয়ে এদেশের সুর্য্য সন্তানরা ঝাপিয়ে পরে দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল।১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গ বন্ধুকে স্বপরিবারের হত্যার মধ্য দিয়ে সে আশা আকাঙ্গার কবর রচনা করা হয়েছে। তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেকার বিভক্তির কারণে কতিপয় ক্ষমতা লোভী ব্যক্তির হাতে জেনারেল জিয়াউর রহমানকেও জীবন দিতে হয়েছে।

বর্তমানে দেশের অভুতপূর্ব উন্নয়ন হলেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আর সীমাহীন দূর্নীতি ও সজনপ্রীতির কারণের প্রতিনিয়ত মেলান করে দিচ্ছে সকল অর্জন। জানিনা এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর সীমাহীন দূর্ণীতি ও সজনপ্রীতির শেষ আদৌ হবে কিনা?হলে আমরা দেখে যেতে পারব কি না?

আমার জানা মতে বিশ্বের প্রতিটি উন্নয়ন শীল দেশের মূলনীতি হচ্ছে নিজ দেশের অর্থ অন্য দেশে যাওয়ার পথ সংকুচিত করা। আর অন্য দেশ থেকে অর্থ আসার পথ সহজ করা। কেবলমাত্র আমাদের দেশের মূলনীতি হচ্ছে নিজে দেশের অর্থ বৈধ কিংবা অবৈধ পথে অন্য দেশে পাচারের পথ সহজ করা। আর অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে অর্থ আনার পথ কঠিণ করা।

এত কিছুর মধ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে কার্যএলাকার দারিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী পরিচালনা করিয়া আসছে। ভবিষ্যতেও কার্যএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে চাহিদা ভিত্তিক নানাবিধ কর্মসূচী পরিচালনা করবে "ইনশাল্লাহ"। সবশেষে সংস্থার সকল কর্মসূচীতে দেশের বিত্তবান জনগোষ্ঠির সহায়তা কামনা করছি।

মোঃ সাকিব আহমেদ বশার
চেয়ারপার্সন
কার্যনির্বাহী পরিষদ-উত্থান

কার্যক্রম প্রতিবেদন-২০১৯

সূচনা :

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১১ নং ওয়ার্ডে বসবাসরত কতিপয় সমাজসেবী নারী-পুরুষের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার ২৫শে মার্চ, ২০০৪ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ০৮ই জুলাই, ২০০৭ ইং তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর বরিশাল জেলা কর্তৃক নিবন্ধন নং-১২৯২/০৭ লাভ করে। নিবন্ধন লাভের পর থেকে সংস্থাটি সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কার্যএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সরকারের সহযোগী হিসাবে "শিশু শিক্ষা,বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, নারী-শিশু নির্যাতন, নারী-শিশু পাচার, ইভটিজিং প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রতিরোধ, পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, পরিবেশ উন্নয়ন সহ নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করিয়া আসছে।

উত্থান পরিচালিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, মাদক সচেতনতা, নিরাপদ সড়ক, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, সামাজি ও পারিবারিক বনায়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দূর্যোগ পূর্ব সচেতনতা ও দূর্যোগ পরবর্তী সহায়তা, কৃষি উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য,প্রতিবন্ধী সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন সহ নানাবিধ কর্মসূচী।

মিশন : দারিদ্র জনগোষ্ঠির সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশ সহ সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রকল্প গ্রহণ করা।

ভিশন : মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষিত সমাজ গঠণের মাধ্যমে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা সহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

-ঃ প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ ঃ-

- **শিশু শিক্ষা কর্মসূচী :**
  পথশিশু,কর্মজীবি শিশু,এতিম/অনাথ শিশু,প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশু সহ স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া শিশুদের জন্য স্থায়ী/অস্থায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- **সামাজিক ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী :**
  সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক পেশা ভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা সহ ধর্মীয় শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি যৌনকর্মী, হিজড়া, দলিত ও ভাসমান জনগোষ্ঠির জন্য আয় বর্ধক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- **যুব কল্যাণ কর্মসূচী :**
  যুব সমাজকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ধুমপান প্রতিরোধ সহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বিশ্ব-বিদ্যালয়, গ্রামীণ হাট বাজার এবং জনসমাগম স্থলে ব্যাপক সচেতনতা মুলক কর্মসূচী পরিচালনা করা এবং মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মাদকের সকল প্রকার প্রচার-প্রচারনা বন্ধে আইন বাস্তবায়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ সহ মাদকাশক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- **নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচী :**
  নারী-শিশু নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ,নারী-শিশু পাচার,ধর্ষন,এসিড সন্ত্রাস,ইভটিজিং,নারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ সহ সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেন্ডার ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং নারী ও কন্যা শিশুদের সমান ভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা সহ শিশুর বয়সন্ধীকালীন সমস্যা দূরীকরণে পিতা-মাতাকে সন্তানের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণে উদ্বুদ্ধকরণ করা। নারী ও শিশুদের জন্য চিকিৎসা ও পুষ্টি সেবা কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচী :**
  সামাজিক কুসংস্কার ও অপরাধ মূলক কার্যক্রম থেকে যুব সমাজকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে চিত্ত বিনোদন মূলক সাংস্কৃতিক দল গঠণ পূর্বক নাটক, পথ নাটক, জারি-সারি, ভাটিয়ালী, ভাওইয়া,আঞ্চলিক গান,পালা গান,লোক সংগীত সহ আঞ্চলিক পর্যায় ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

UTTHAN

- ❖ **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী :**
  জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনবিস্ফোরন প্রতিরোধে পরিকল্পিত পরিবার গঠণের লক্ষ্যে নানাবিধ পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিনা মূল্যে/স্বল্প মূল্যে বিতরণ করা সহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- ❖ **সামাজিক ও পুর্নবাসন কর্মসূচী :**
  সমাজের অবহেলিত দুস্থ অসহায় শারীরিক ও মানসিক অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে স্থায়ী/অস্থায়ী পুর্নবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা সহ কারা মুক্ত দরিদ্র কয়েদী, ভিক্ষুক ও এতিম শিশুদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা। এছাড়া মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সহ দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ **বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচী :**
  বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় আত্মীয় স্বজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের উন্নয়নে স্থায়ী/অস্থায়ী পুর্নবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী কর্মসংস্থান মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- ❖ **জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী :**
  পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ,জলাবদ্ধতা দূরীকরণ,পানি ও পয়:নিস্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ,মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহ সকল প্রকার রোগ থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা ও সহায়তা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ **সুশাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা কর্মসূচী :**
  সুশাসন ও আইন সুরক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সকল নাগরিকের সমঅধিকার সুরক্ষায় নানামূখী উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সহ অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদান করা এবং খাদ্য পন্যে ভেজাল সহ দূর্নীতি প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ **সমাজ কল্যাণ মূলক প্রশিক্ষণ :**
  সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের উন্নয়নে পেশা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহ আউট-সোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপর শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ❖ **সমাজ কল্যাণ সংস্থা সমূহের সমন্বয় সাধন কর্মসূচী :**
  সমাজের সেবা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থা, ক্লাব, সিভিল সোসাইটি সংগঠন সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে অত্র সংস্থা কর্তৃক গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহ বিকেন্দ্রীকরণ করা।
- ❖ **অন্যান্য কর্মসূচী :**
  অন্যান্য সকল প্রকার উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচী সমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তর সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হবে।

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি : সংস্থাটি পরিচালনার জন্য রয়েছে তিনটি পরিষদ। (ক) সাধারন পরিষদ, (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ, (গ) উপদেষ্টা পরিষদ।

(ক) সাধারণ পরিষদ : সংস্থার সাধারন পরিষদ হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। প্রতি অর্থ বছরে কমপক্ষে একবার সাধারন পরিষদের নিয়মিত সভা আহবান করা হয়। সাধারণ পরিষদ সভায় সংস্থার বার্ষিক বাজেট অনুমোদন সহ জনগুরুত্ব পূর্ণ বিষয় অনুমোদন করা হয়।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ : কার্যনির্বাহী পরিষদ হচ্ছে সংস্থার মূল ব্যবস্থাপনা পরিষদ। এই পরিষদ সংস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সাধারন পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতি তিন বছরের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এ পরিষদের চুড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকেন। প্রতি তিন মাস অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ কেবলমাত্র সভায় উপস্থিত থেকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এর পরিষদ সদস্যগণ সংস্থার প্রয়োজনে যে কোন সময়ে একত্রিত হয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত করে থাকেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারপার্সন, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক সার্বক্ষনিক কর্মকর্তার ন্যায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে থাকেন।

UTTHAN

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ : নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শ প্রদান সহ সংস্থার উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী ও দেশে বিদেশে পরিচয় রয়েছে এমন ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে ৩/৫সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠণ করে থাকেন। উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ প্রদান সহ সংস্থার উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন করে থাকেন।

-: সংস্থাটির প্রশাসনিক কাঠামো :-

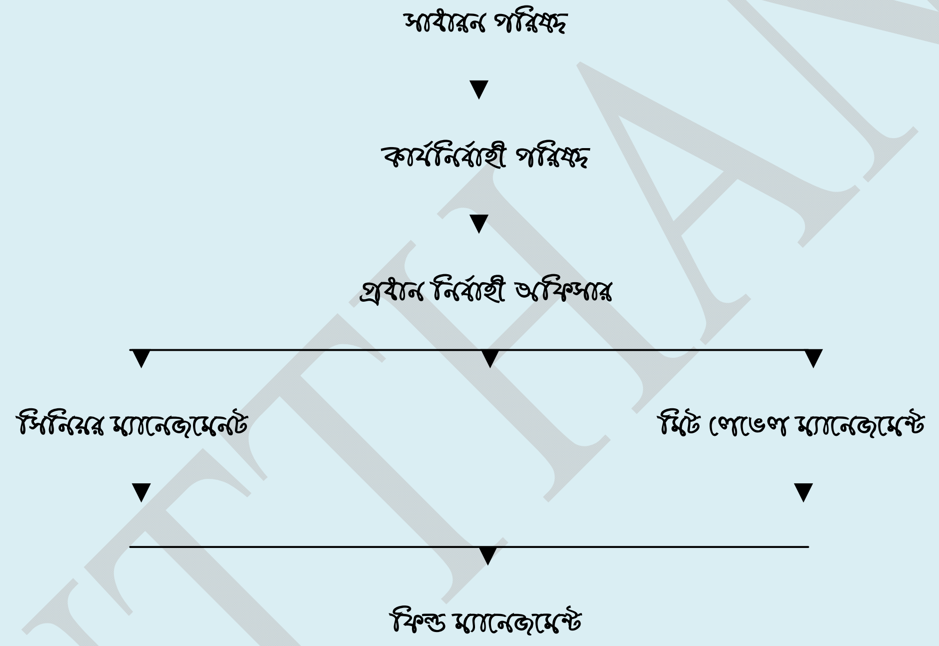

UTTHAN

সংস্থার কার্যক্রম সমূহ :-

০১) **শিক্ষা কর্মসূচী :**

- ❖ স্কিল এবং দক্ষতা উন্নয়ন
- ❖ শিশু শিক্ষা
- ❖ শিশু কেয়ার ও উন্নয়ন
- ❖ যুব ও বয়স্ক শিক্ষা
- ❖ স্বাস্থ্য শিক্ষা
- ❖ স্কুল প্রোগ্রাম

০২) **পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন :**

- ❖ প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা
- ❖ গভীর নলকূপ স্থাপন
- ❖ পয়ঃনিষ্কাশন
- ❖ সেনিটারি লেট্রিন স্থাপন
- ❖ আর্সেনিক মিটিগেশন
- ❖ কমিউনিটি মিটিং

০৩) **নারী ও শিশু অধিকার :**

- ❖ স্কিল ও দক্ষতা উন্নয়ন
- ❖ লিগ্যাল সাপোর্ট
- ❖ অধিকার ও পাচার

০৪) **নারী অধিকার :**

- ❖ আয় বর্ধক কর্মসূচী
- ❖ স্কিল ডেভেলপমেন্ট
- ❖ নেতৃত্বদান
- ❖ অধিকার প্রতিষ্ঠা

০৫) **সুশাসন**

- ❖ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- ❖ ইউনিয়ন,উপজেলা ও জেলা পর্যায় সহায়তা
- ❖ প্রচারণা মনিটরিং
- ❖ গণতন্ত্র সুরক্ষা কর্মসূচী

০৬) **প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি :**

- ❖ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা
- ❖ পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাড়ীর আঙ্গিনায় চাষাবাদ

০৭) **পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন :**

- ❖ পরিবেশ সচেতনতা
- ❖ প্রাকৃতিক সার ব্যবহার
- ❖ নার্সারী ও বনায়ন
- ❖ পরিবেশ বান্দব জ্বালানীর ব্যবহার

০৮) **দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা :**

- ❖ প্রশিক্ষণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- ❖ ত্রাণ বিতরণ
- ❖ জরুরী তহবিল সংগ্রহ

০৯) **দরিদ্র বিমোচন :**

- ❖ আয় বর্ধক কর্মসূচী
- ❖ স্কিল ডেভেলপমেন্ট
- ❖ জীবিকায় কর্মসূচী

২০১৯ অর্থ বছরে পরিচালিত সংস্থার কার্যক্রম সমূহ :

০১) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনা কর্মসূচী :

সংস্থাটি ২০১৯ অর্থ বছরে বরিশাল সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ৯০টি ওয়ার্ডে নারী ও নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৪৫টি সচেতনতা মূলক সভা পরিচালনা করেছে। সভাগুলোতে সভাপতি হিসাবে উপস্থিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি. সদস্যগণ।

উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা করেছে "মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সংস্থা"।

০২) বয়সন্ধীকালীন সমস্যা ও পিতা-মাতার ভুমিকা শির্ষক কর্মসূচী

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের বয়স ১২-১৫ বছর হলে তারা বয়সন্ধীতে পার রাখেন। এ সময়ে ছেলে মেয়েদের নানা প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যা তারা বলতে লজ্জা পায়। এই সময়ে সকল বাবা-মাকে ছেলে-মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করতে হবে। যাতে ছেলে-মেয়ে নিজেদের বয়সন্ধীকালীন সমস্যা গুলো নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে খোলা মেলা আলোচনা করতে পারে।

ছেলে-মেয়েদের বয়সন্ধীকালীণ সমস্যা চিহ্নিত করে তাদের সাথে বন্ধুরমতআচরণের উদ্বুদ্ধ করার বিষয় নিয়ে ২০১৯ অর্থ বছের ৯০ টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

০৩) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচী :

বাল্য বিবাহ গ্রাম অঞ্চলের একটি ব্যধি। নানা কারণের এদেশের গ্রাম অঞ্চলে বাল্য বিবাহ হয়ে থাকে। বাল্য বিবাহ গ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র পরিবার গুলোতে বেশি হয়ে থাকে। দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা সাধারনত একটি বেশি সুন্দরী হয়ে থাকে। আর সেই সুযোগে অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের দিকে গ্রামের বখাটে ছেলে ও অশিক্ষিত মোড়ল শ্রেণী লোক গুলো নজর দিয়ে থাকে। যে সময়ে মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা করার পাশাপাশি গ্রামময় ছুটে বেড়ানোর কথা সেই সময় গ্রামের অশিক্ষিত মোড়ল ও বখাটের ভয় দরিদ্র পরিবারের বাবা-মা তাদের মেয়েক বিয়ে দিয়ে থাকেন। বাল্য বিবাহের কারণে অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েরা সন্তান ধারণ করতে সক্ষম হয় ফলে তাদের শরীর মন ভেঙ্গে যায়। তারা নানাবিধ রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মৃত্যুর ঝুকিতে পরে। সরকার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকল্পে কঠোর আইন করলেও বাল্য বিবাহ থেকে গ্রামীণ দরিদ্র সমাজকে ফেরাতে পারছে না।বেসরকারী সংস্থা গুলো সরকারের সহযোগী হিসাবে বাল্য বিবাহের আইন ও কুফল সম্পর্কে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সচেতন করার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সহযোগী হিসাবে অত্র সংস্থাটি এ বছর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যএলায় ১২০টি উঠাণ বৈঠক করেছে এবং উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ২৯টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

০৪) আইন সহায়তা কর্মসূচী :

মানবাধিকার সুরক্ষায় বিনা মূল্যে আইন সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় নদীর তীরবর্তী মৎস্যজীবি পরিবার সমূহের মধ্যকার সামাজিক সচেতনতা সহ নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলায় বিনা মূল্যে আইন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থাটি কার্যএলাকায় ১৮টি সভা পরিচালনা করে। প্রকল্পটি পরিচালনায় সহায়তা করেছে ”এ্যাসিষ্ট বাংলাদেশ।

০৫) ধুম পান ও মাদক বিরোধী প্রচারণা :

ধুমপান ও মাদক সেবন মানব দেহের জন্য চরম ক্ষতিকর। অতিরিক্ত ধুমপান ও মাদক সেবনে মানব দেহে ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগ হতে পারে। এছাড়াও মানব দেহের হৃদপিন্ড ও লিভার সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গের ক্ষতি করে থাকে। তাই ধুমপান ও মাদক সেবন থেকে মানব জাতিকে দূরে থাকার পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থাটি নানাবিধ প্রচারনা ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী পরিচালনা করিয়া আসছে।

০৬) পথ শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচী :

সংস্থাটি ২০০৭ সাল থেকে ”ব্র্যাকে” সহ অন্যান্য সংসথা ও ব্যক্তি সহায়তা শিশু শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসছে। শিশু শিক্ষা কর্মসূচী আওতায় সংস্থা ২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থাটি বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ০৫টি শিক্ষা কেন্দ্র পচিালনার মাধ্যমে ১৫০ জন ছিন্ন মূল শিশুকে শিক্ষা প্রদান করেছে। ছিন্ন মূল শিক্ষা কর্মসূচীতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

০৭) মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচী :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহায়তায় পরিচালিত বেসরকারী সংস্থা ”স্রাবন” কর্তৃক বাউফল উপজেলায় বাস্তবায়িত ”মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর সাব পার্টনার হিসাবে ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৮ হইতে ১৬ই জুন ২০১৯ পর্যন্ত উপজেলার ০৫টি ইউনিয়নে ১০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫-৪৫বছর বয়সী ৬০০০শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেছে।

০৮) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

সংস্থাটি ২০10 সাল থেকে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আওতাধীন সিনেট এর কারিগড়ি সহায়তায় কার্যএলাকার বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নানাবিধ পেশার উপর দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে ২০১৯ সালে সংস্থাটি ০৩টি ব্যাচে ৯০ জন শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সহ কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা নিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

০৯) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ পালন :

প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস সমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পাল করে আসছে। এছাড়াও কিছু কিছু দিবস সমূহ সংস্থাটি একক ভাবে পালন করে আসছে। একক ভাবে পালনকারী দিবস সমূহ যেমন-বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, জাতীয় কন্যা শিশু দিবস, বিশ্ব বাবা দিবস ইত্যাদি।

UTHAN